



222064 - রোজাদারেরে জন্য য়ে সুন্নতগুলো পালন করা মুস্তাহাব

প্রশ্ন

রোজার সুন্নতগুলো কিকি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

রোজা একটিমহান ইবাদত। সওয়াবেরে আশাবাদী রোজাদারেরে সওয়াব আল্লাহ ছাড়া আর কটে জাননে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম বলনে: “বনআদমেরে প্রত্যকেটিকাজেরে সওয়াব তার নিজেরে জন্য; রোজা ছাড়া। রোজা আমার জন্য; আমহি রোজার প্রতদিন দবি।”[সহহি বুখারী (১৯০৪) ও সহহি মুসলমি (১১৫১)]

রমজানেরে রোজা ইসলামেরে একটিরোকন। রোজা ফরজ হোক অথবা নফল হোক একজন মুসলমানেরে রোজা পালনে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত; যাতে সে আল্লাহর কাছ থেকে উপযুক্ত প্রতদিন পতে পারে।

রোজার অনকে সুন্নত রয়েছে। যমেন-

এক:

রোজাদারকে কটে গালি দলি অথবা তার সাথে ঝগড়া করলে এর বনিমিয়ে তার সাথে ভাল ব্যবহার করে বলবে: “আমি রোজাদার”।

দুই:

রোজাদারেরে জন্য সহেরী খাওয়া সুন্নত। সহেরীর মধ্যে বরকত রয়েছে।

তনি:

অনতবিলিমবে ইফতার করা সুন্নত; আর দেরেতি সহেরী খাওয়া সুন্নত।

চার:



কাঁচা খজের দিয়ে ইফতার করা; কাঁচা খজের না পলে শুকনো খজের দিয়ে; শুকনো খজেরও না পলে পানি দিয়ে ইফতার করা সুন্নত।

পাঁচ:

ইফতারের সময় এই দোয়াটি পড়া

"ذَهَبَ الظَّمَأُ وَأَبْتَلَّتِ العُرُوقُ، وَنَبَّتَ الأَجْرُ إِن شَاءَ اللّهُ"

“তৃষ্ণা দূর হয়েছে; শরিগুলো সিক্ত হয়েছে এবং প্রতদিন সাব্যস্ত হয়েছে; ইনশাআল্লাহ”।

এ সংক্রান্ত দলিলগুলো জানতে [39462](#) নং প্রশ্নের জবাব দেখুন।

ছয়:

রোজাদারের বেশি বেশি দু'আ করা মুস্তাহাব। দলিল হচ্ছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “তনি ব্যক্তরি দু'আ ফরিয়ৈ দেয়া হয় না। ন্যায়পরায়ণ শাসক। রোজাদার; ইফতার করার পূর্ব পর্যন্ত। মজলুমের দু'আ।

মুসনাদে আহমাদ (৮০৪৩), মুসনাদ কতিবেরে পাঠোদ্ধারকারী সম্পাদকগণ হাদিসটিকে অন্যান্য সহায়ক সনদ ও হাদিসেরে ভিত্তিতে ‘সহিহ’ বলছেন।

ইমাম নববী (রহঃ) বলছেন:

রোজাদারের জন্ম রোজাপালনকালে নিজেরে জন্ম, প্রিয় মানুষেরে জন্ম এবং সকল মুসলমানেরে দুনিয়া ও আখরোতেরে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দু'আ করা মুস্তাহাব।[আল-মাজমু (৬/৩৭৫)]

সাত:

রোজার দিন নমিনোক্ত বিষয়গুলো পালন করা মুস্তাহাব:

- মসজদি বসে বসে কুরআন তলোওয়াত করা ও আল্লাহর যকিরি করা।

- শেষে দশদিন ইতকিফ করা।

- তারাবীর নামায আদায় করা।



- বশেঁি বশেঁি দান সদকা করা ।

- পরস্পর কুরআন অধ্যয়ন করা । সহহি বুখারি ও সহহি মুসলমিে ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন:
“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন শ্রেষ্ঠ বদান্য মানুষ । তিনি সবচেয়ে বশেঁি বদান্য হতনে রমজান মাসে; যখন জব্রাইল (আঃ) তাঁর সাথে সাক্ষাত করতেন । জব্রাইল (আঃ) প্রতিরাতে তাঁর সাথে সাক্ষাত করতেন এবং একে অপরকে কুরআন পাঠ করে শুনাতেন । নিশ্চয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুক্ত বাতাস চেয়ে অধিক বদান্য ছিলেন ।”

-অনর্থক ও বহুদা কাজে সময় নষ্ট না করা; যা তার রোজার উপর প্রভাব ফলেতে পারে যমেন অতিরিক্ত ঘুম, অতিরিক্ত ঠাট্টা মশকরা ইত্যাদি । নানা রকম খাবারদাবার নিয়ে ব্যতবিযস্ত না হওয়া । কারণ রোজা পালনকালে এগুলো তাকে অনেকে নকীর কাজ করা থেকে বরিত রাখবে ।

আর জানতে দেখুন [12468](#) ও [26869](#) নং প্রশ্নোত্তর ।

আল্লাহই ভাল জানেন ।